MAR 13 2001
তারিখ
পৃষ্ঠা … কলাম …

এসএসসি পরীক্ষায় নকল বন্ধ হবে কি?

রফিকুল ইসলাম রতন

এসএসসি পরীক্ষায় এবারও সারাদেশে আড়াইশ' অতিরিক্ত নকলপ্রবণ কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ। তবু নকলের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযানের ঘোষণা দিয়ে আগামী বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা। দেশের বৃহত্তম এ দু'টি পাবলিক পরীক্ষায় এবার প্রায় সাড়ে ১০ লাখ পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে। গত বছর এক বিষয়ে ফেল করেছে এমন প্রায় ৯০ হাজার পরীক্ষার্থীও এবার পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে এবারই প্রথম গ্রেডিং পদ্ধতিতে এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতদিন মাদ্রাসা বোর্ডসহ ৬টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবার পরীক্ষা হচ্ছে ৮টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে। নবগঠিত সিলেট ও বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এবারই প্রথম এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ৮টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মোট ১ হাজার ২১২টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে ৮৫৩টি হচ্ছে এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র। ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে পর্যাপ্তসংখ্যক পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেট মোতায়েন করা হবে। তবু প্রশ্ন উঠেছে, এরপরও নকল বন্ধ হবে কি?

ঢাকা বোর্ডের অধীনে এবার বিদেশেও ৫টি কেন্দ্রে এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ৭টি বোর্ডের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে নকল রোধে গঠন করা হয়েছে ৪২৫টি ভিজিলেন্স টিম। প্রতিটি ভিজিলেন্স টিম কেন্দ্রগুলোতে সার্বক্ষণিকভাবে অবস্থান করবে। তাছাড়া বোর্ড কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত ভ্রাম্যমাণ টিম রিপোর্টেড কেন্দ্রে হাজির হবে। ১০টি ক্যাডেট কলেজসহ এবার রিপোর্টেড প্রায় সব পরীক্ষা কেন্দ্রই পরিবর্তন করা হয়েছে। বাতিলও করা হয়েছে বহু পরীক্ষা কেন্দ্র। তদ্বিরের কারণে কিছু কেন্দ্র পুনর্বহালও করা হয়েছে। নকলপ্রবণতা প্রতিরোধের জন্য স্ব স্ব স্কুলের শিক্ষকদের পরিদর্শকের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কোন পরীক্ষার্থীই নিজ স্কুল **এসএসসি : পৃষ্ঠা : ৬ কলাম : ৬**

মঙ্গলবার ১৩ মার্চ ২০০১ যুগান্তর

এসএসসি : পরীক্ষায় নকল বন্ধ

(১ম পৃষ্ঠার পর) . কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে পারবে না। বিশেষ ভিজিলেন্স টিমের সদস্য, কেন্দ্র প্রধান এবং পরিদর্শকদের নিয়ে জেলায় জেলায় সভা করে কঠোর পদক্ষেপের কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে নকলের কুফল ও শাস্তির কথা প্রচার করা হয়েছে। বিলি করা হয়েছে পোস্টার ও লিফলেট। নকলপ্রবণতা প্রতিরোধের জন্য নকলবাজ কেন্দ্র বাতিল, স্কুলের সরকারি ভাতা বন্ধ, নকলের দায়ে ছাত্রছাত্রীদের তাৎক্ষণিক বহিষ্কার, নকলে সহযোগিতা বা প্রতিরোধে ব্যর্থতার জন্য শিক্ষক পরিদর্শকের চাকরিচ্যুতি বা বেতন-ভাতা বন্ধসহ নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এসব উদ্যোগ ও পদক্ষেপের কতটুকু বাস্তবায়িত হয় এখন সেটাই দেখার বিষয়।

অন্যান্য শিক্ষা বোর্ডের তুলনায় কুমিল্লা বোর্ডের বিভিন্ন কেন্দ্রে গত বছর ব্যাপক হারে নকল হলেও এবার তারা কোন কেন্দ্রই ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে চিহ্নিত করেনি। পর্যাপ্ত ভিজিলেন্স টিমও গঠন করেনি। কুমিল্লা বোর্ড কর্তৃপক্ষের মতে, নকলপ্রবণতা প্রতিরোধের দায়িত্ব স্ব স্ব জেলা প্রশাসনের। এই বোর্ড ছাড়া অন্য ৬টি শিক্ষা বোর্ডেই নকল প্রতিরোধে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।

ঢাকা বোর্ডে এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২ লাখ ৩ হাজার ৫৪৮ জন। বিদেশে ৫টি কেন্দ্রসহ কেন্দ্রের সংখ্যা ২১৫ টি। এর মধ্যে ১১৭টি কেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে মনোহরদী, গফরগাঁও, ধামরাই, সরিষাবাড়ি, পিংনা, ভৈরব, নবাবগঞ্জ, শ্রীনগর, মির্জাপুর, বাসাইল, সখীপুর, কালিহাতী, টঙ্গী, সিরাজদিখান, গৌরীপুর, সাভার, বেলাব, মুক্তাগাছা, ঈশ্বরগঞ্জ, ঘিওর, বাজিতপুর, মুন্সীগঞ্জ, নরসিংদী, কেরানীগঞ্জকে অতি নকলপ্রবণ কেন্দ্র হিসাবে বোর্ড চিহ্নিত করেছে। নকল প্রতিরোধে গঠন করা হয়েছে ৭৪টি ভিজিলেন্স টিম। যশোর বোর্ডে এবার পরীক্ষার্থী ১ লাখ ২ হাজার ২৪২ জন। ৯৮টি কেন্দ্রের মধ্যে ৪৮টিকে ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বোর্ডের মতে, বাগেরহাট, মোরেলগঞ্জ, মথুরাপুর, চুয়াডাঙ্গা, দোহা, কলারোয়া, কস্টিরখাস, সিলিপনগর কেন্দ্র বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। নকল প্রতিরোধে গঠন করা হয়েছে ৬৯টি ভিজিলেন্স টিম।

চট্টগ্রাম বোর্ডে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৭৪ হাজার ২৪০ জন। ৯৩টি কেন্দ্রের মধ্যে ১৮টিকে অতি নকলপ্রবণ কেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে রাঙ্গুনিয়া, লালপুর, ফটিকছড়ি, দেওয়ানপুর, মিরসরাই, আমিন একাডেমি, গহিরা, রাজানগর, আমিরহাট, রাউজান কেন্দ্রে নকল হওয়ার আশঙ্কা বেশি বলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ মনে করে। নকল প্রতিরোধে ৯৩টি ভিজিলেন্স টিম গঠন করা হয়েছে। কুমিল্লা বোর্ডে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১ লাখ ১২ হাজার ৫৬৩ জন। কেন্দ্রের সংখ্যা ১২৪টি। ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে কোন কেন্দ্রকে চিহ্নিত করা হয়নি। তবে বোর্ড চৌদ্দগ্রাম, জুরানপুর, বাগমারা, চিওড়া, চৌয়ারা, মিয়ারবাজার, দাউদকান্দি, ইলিয়টগঞ্জ, চান্দিনা, মুরাদনগর কেন্দ্রকে নকলপ্রবণ বলে বিবেচনা করছে। বোর্ড কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ৮টি টিম গঠন করা হলেও কর্তৃপক্ষ বলছেন, নকল রোধের দায়িত্ব স্ব স্ব জেলা প্রশাসনের। রাজশাহী বোর্ডে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২ লাখ ৭৩ হাজার ৬২০ জন। মোট ২১২টি কেন্দ্রের মধ্যে ৩০টি কেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, নড়াইল, গাইবান্ধা ও দিনাজপুর জেলার অধিকাংশ কেন্দ্রেই নকল বেশি হয় বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। বোর্ডের ১০টিসহ গঠন করা হয়েছে ৭৫টি ভিজিলেন্স টিম।

নবগঠিত বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৬ হাজার ৫৩৩ জন। কেন্দ্রের সংখ্যা ৫৬টি। এর মধ্যে ৮টি কেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মোট ৬৩টি ভিজিলেন্স টিম গঠন করা হয়েছে। এবারই প্রথম বরিশাল ক্যাডেট কলেজের পরীক্ষার্থীরা বাবুগঞ্জ শিশুনিকেতন মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে পরীক্ষা দেবে। গত বছরের ৩টি উপকেন্দ্র এবার বাতিল করা হয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রের ২শ' গজের মধ্যে ১৪৪ ধারা জারির জন্য বোর্ড চেয়ারম্যান জেলা প্রশাসকদের কাছে বার্তা পাঠিয়েছেন। নতুন বোর্ডের কোন কেন্দ্রে যাতে নকল না হয় তার জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে বরিশাল বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোঃ আবদুস সালাম যুগান্তরকে জানান। বরিশালবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি ও আন্দোলনের ফসল এই শিক্ষাবোর্ডের সম্মান যাতে ক্ষুণ্ন না হয় সেজন্য তিনি সবার সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করেছেন। তিনি বলেন, কোন কেন্দ্রে গোলযোগ বা বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে সেই কেন্দ্র বাতিলের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সিলেট বোর্ডেও এবার প্রথম এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বৃহত্তর সিলেটের চারটি জেলা নিয়ে গঠিত এ বোর্ডে এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২৯ হাজার ৯৯ জন। কেন্দ্রের সংখ্যা ৫১টি। এর মধ্যে মাধবপুর, বালাগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, সুনামগঞ্জ, কমলগঞ্জ, বড়লেখা, মৌলভীবাজার ও ধর্মপাশা কেন্দ্রকে বোর্ড কর্তৃপক্ষ অতি নকলপ্রবণ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। নকল প্রতিরোধে গঠন করা হয়েছে ৬০টি পর্যবেক্ষণ টিম। ৫১টি পরীক্ষা কেন্দ্রে ৫১টি ভিজিলেন্স টিম সার্বক্ষণিকভাবে অবস্থান করবে। বোর্ড কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত ৯টি মোবাইল টিম বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন করবে। সিলেট শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নাজিম উদ্দিন নকলমুক্ত পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠানে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। এবার ৭টি বোর্ডে মোট এসএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৮ লাখ ৮৩ হাজার ৩৪৫ জন।

এছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এবার দাখিল পরীক্ষায় অংশ নেবে ৯৫ হাজার ৯৩২ জন। ৩৫৯টি কেন্দ্রে এসব পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেবে। নকল প্রতিরোধে বোর্ডের পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

এবার যারা এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে তাদের ফল প্রকাশ করা হবে গ্রেডিং পদ্ধতিতে। ফলে এখন আর মেধা তালিকা, স্টার, বিভাগ বা লেটার থাকবে না। পরীক্ষায় যারা শতকরা ৮০ থেকে ১০০ নম্বর পাবে তারা ৫ পয়েন্ট পেয়ে 'গ্রেড এ প্লাস' অর্জন করবে। ৬০ থেকে ৭৯ নম্বর যারা পাবে তারা ৪ পয়েন্ট পেয়ে 'এ গ্রেড' অর্জন করবে। ৫১ থেকে ৫৯ নম্বর যারা পাবে তারা ৩ পয়েন্ট পেয়ে 'বি গ্রেড' অর্জন করবে। ৪১ থেকে ৫০ নম্বর যারা পাবে তারা ২ পয়েন্ট পেয়ে 'সি গ্রেড' অর্জন করবে। আর যারা ৩৩ থেকে ৪০ নম্বর পাবে তারা ১ নম্বর পেয়ে 'ডি গ্রেড' অর্জন করবে। আর যারা শতকরা ৩৩ নম্বরের কম পাবে তাদেরকে 'এফ গ্রেড'র অন্তর্ভুক্ত করে পরীক্ষায় অকৃতকার্য বলে বিবেচনা করা হবে। তবে এক বিষয়ে ৩৩-এর কম নম্বর পাওয়া পরীক্ষার্থীরা পরের বছর পরীক্ষা দিতে পারবে এবং উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তিও হতে পারবে। পর্যায়ক্রমে স্কুলগুলোতেও এই গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করা হবে। ২০০৩ সালের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলও এই গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হবে।

চট্টগ্রাম বোর্ড : চট্টগ্রাম ব্যুরো জানায়, আগামী ১৫ মার্চ থেকে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি পরীক্ষা নকলমুক্ত, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে গ্রহণের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। প্রস্তুতির অংশ হিসাবে প্রতিটি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও কেন্দ্র সচিবদের নিয়ে ইতিমধ্যে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে। নকল প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আগামীকাল বুধবার থেকে ২০ হাজার পোস্টার প্রত্যেকটি কেন্দ্রে সাঁটানোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

এবার নকলের দুর্গ হিসাবে চিহ্নিত চারটি কেন্দ্র বাতিল করা হয়েছে। নতুনভাবে অনুমোদন দেয়া হয়েছে ৯টি কেন্দ্র। চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে এবার ৯৩টি কেন্দ্রে ৭৪ হাজার ২৮০ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিচ্ছে। এই ৯৩টি কেন্দ্রের মধ্যে ১৮টি কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে চিহ্নিত করে এসব কেন্দ্রের জন্য চারটি স্পেশাল টিম গঠন করা হয়েছে। এছাড়া ৯৩টি কেন্দ্রের জন্য ৫ ও ৩ সদস্যবিশিষ্ট ৯৩টি ভিজিলেন্স টিম ইতিমধ্যে গঠন করা হয়েছে। বোর্ড সূত্র জানিয়েছে, পরীক্ষায় যে কোন ধরনের অনিয়ম কঠোরভাবে দমন করা হবে।

পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে কেন্দ্র ফি ও ব্যবহারিক ফি'র নামে বোর্ডের নির্ধারিত হারের চেয়ে অধিক টাকা নেয়া হয়েছে। নকলমুক্ত পরিবেশের পরিবর্তে 'নকলযুক্ত' পরিবেশে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য এ অর্থ আদায় করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

শিক্ষা বোর্ড নকলের দুর্গ হিসাবে চিহ্নিত ৪টি পরীক্ষা কেন্দ্র এবার বাতিল করেছে। বাতিলকৃত কেন্দ্রগুলো হল চট্টগ্রাম পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, বিএফ শাহীন স্কুল কেন্দ্র, পটিয়ায় হাবিলাস দ্বীপ উচ্চ বিদ্যালয় ও রাঙ্গুনিয়ায় শুকবিলাস উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র। তবে শুকবিলাস উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র বাতিল করায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বোর্ডের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিয়েছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত গতকাল সোমবার চট্টগ্রাম জজকোর্টে এ মামলার আপিল শুনানি চলছিল।

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এবার ৭৪ হাজার ২৮০ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। এর মধ্যে ৩৯ হাজার ৬৮৯ জন ছাত্র ও ৩৪ হাজার ৫৯২ জন ছাত্রী রয়েছে।

এবার চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড তাদের ৯৩টি কেন্দ্রের মধ্যে ১৮টি কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। কেন্দ্রগুলোর মধ্যে রয়েছে আগ্রাবাদ সরকারি কলোনি উচ্চ বিদ্যালয়, কাট্টলি নূরুল হক চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়, পিএইচ আমিন একাডেমি, মিরসরাই পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় (মিরসরাই-১), হোরারগঞ্জ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় (মিরসরাই-২), ফটিকছড়ি করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয় (ফটিকছড়ি-১), রাউজান আরআরএস ইন্সটিটিউশন (রাউজান-১), নোয়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়, গহিরা উচ্চ বিদ্যালয়, দেয়ানপুর উচ্চ বিদ্যালয়, শিলক উচ্চ বিদ্যালয়, বাঁশখালী উচ্চ বিদ্যালয়, আনোয়ারা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় (আনোয়ারা-১), বটতলী শাহ মোহছেন আউলিয়া উচ্চ বিদ্যালয় (আনোয়ারা-২), গোমদণ্ডী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় (বোয়ালখালী-১), কানুনগোপাড়া ডা. বিবি চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয় (বোয়ালখালী-২), সাতকানিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় (সাতকানিয়া-১) ও রাঙ্গুনিয়া রাজানগর রানীরহাট উচ্চ বিদ্যালয়।

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড এবার ৯৩টি কেন্দ্রের জন্য ৫ ও ৩ সদস্যবিশিষ্ট ৯৩টি ভিজিলেন্স টিম গঠন করেছে। এছাড়া ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে নিয়োজিত রাখার জন্য বোর্ডের অফিসারদের নিয়ে ৪ সদস্যবিশিষ্ট ৪টি স্পেশাল টিম গঠন করা হয়েছে। স্পেশাল টিমগুলো সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে ঝটিকা অভিযান চালাবে। অপরদিকে অন্যবার শুধু বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে বিশেষ করে ভিজিলেন্স টিমগুলো কেন্দ্র পরিদর্শনে গেলেও এবার সেই নিয়ম ভাঙা হচ্ছে। অর্থাৎ এবার প্রতিটি বিষয়ের পরীক্ষা চলাকালে প্রয়োজনে সার্বক্ষণিকভাবে ভিজিলেন্স টিমগুলো নিয়োজিত থাকবে।

বরিশাল বোর্ড : বরিশাল ব্যুরো জানায়, বরিশালে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপিত হওয়ার পর কাল প্রথমবারের মতো পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বোর্ডের অধীনে ৫৬ হাজার ৫৩৩ জন পরীক্ষার্থীর জন্য ৬ জেলায় ৫৬টি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে বরিশাল জেলার ২২ হাজার ৬২২ জন পরীক্ষার্থীর জন্য ২১টি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এছাড়াও বরিশাল সদরে আরও ৯টি উপকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। জেলা সদরের কেন্দ্র কমিটির চেয়ারম্যান জেলা প্রশাসক এ বছর আলতাফ মাহমুদ স্মৃতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, টাউন স্কুল এবং একে স্কুল উপকেন্দ্র ৩টি বাতিল করেন। বরিশাল ক্যাডেট কলেজের পরীক্ষা এই প্রথমবারের মতো ওই কলেজের বাইরে বাবুগঞ্জ শিশুনিকেতন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। ওই কেন্দ্র এলাকায় অন্যান্য কেন্দ্রের মতো ১৪৪ ধারা জারির জন্য বোর্ডের চেয়ারম্যান জেলা প্রশাসকের কাছে গতকাল বার্তা পাঠিয়েছেন। পটুয়াখালীর ৯৯৯২ জন পরীক্ষার্থীর জন্য ৯টি কেন্দ্র, বরগুনার ৫০৪৩ জন পরীক্ষার্থীর জন্য ৭টি কেন্দ্র, পিরোজপুরের ৭৩৬৯ জনের জন্য ৬টি, ভোলার ৬৫৩১ জন পরীক্ষার্থীর জন্য ৭টি এবং ঝালকাঠি জেলার ৪৯৭৬ জন পরীক্ষার্থীর জন্য ৫টি কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

বোর্ড কর্তৃপক্ষ জানান, কলেজ শিক্ষকদের নিয়ে ৬৫টি ভিজিলেন্স টিম গঠন করা হয়েছে। এর বাইরে বোর্ডের চেয়ারম্যান ও অন্য কর্মকর্তাদের নিয়ে আরও বিশেষ ৪টি ভিজিলেন্স টিম গঠন করা হয়। বোর্ড বরিশালের ৬টি এবং ঝালকাঠির ১টি কেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য মোবাইল ফোন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 'সিক' বেড এবং কেন্দ্রের সামনে অপেক্ষারত অভিভাবক ও দর্শনার্থীদের ব্যাপারেও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

সিলেট বোর্ড : সিলেট ব্যুরো জানায়, সিলেট শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এবারের এসএসসি পরীক্ষা নকলমুক্ত পরিবেশে গ্রহণের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। এই শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এই প্রথম কোন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ নকল প্রতিরোধে ৬০টি পর্যবেক্ষণ টিম গঠন করেছে। ৫১টি কেন্দ্রের জন্য ৫২টি পর্যবেক্ষণ টিম বোর্ডের কর্মকর্তাদের বাইরের পর্যবেক্ষকদের নিয়ে গঠন করা হয়েছে। ৮টি টিম গঠন করা হয়েছে বোর্ডের কর্মকর্তাদের নিয়ে। এছাড়াও এসব টিমের বাইরে নকলপ্রবণ কেন্দ্র চিহ্নিতকরণের জন্য বোর্ডের কর্মকর্তারা গোপনে কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন।

নকল প্রতিরোধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সিলেট বেতারে স্লোগান প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। স্থানীয় পত্রিকাগুলোতে দেয়া হয়েছে বিজ্ঞাপন। কেন্দ্রের আশপাশে নকল প্রতিরোধমূলক ব্যানার ও পোস্টার লাগানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কেন্দ্রের আশপাশে ১৪৪ ধারা যাতে কার্যকর থাকে সে ব্যাপারে কড়া নজর রাখার জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দিয়েছে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র কর্মকর্তাদের। সিলেট বিভাগের ৪ জেলার জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নকল প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সিলেট শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০০১ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ২৮ হাজার ৯৯ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে।

রাজশাহী বোর্ড : রাজশাহী ব্যুরো জানায়, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে এসএসসি'র ২১২টি কেন্দ্রের মধ্যে প্রায় একশ' নকলপ্রবণ। এগুলোকে ঝুঁকিপূর্ণ চিহ্নিত করে বোর্ড কর্তৃপক্ষ বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে। এদিকে গত বছর নকল হওয়ার কারণে এবার কোন কেন্দ্র বাতিল করা হয়নি। ১৫ মার্চ থেকে এই পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, নকলপ্রবণ কেন্দ্রগুলোর মধ্যে রয়েছে রাজশাহীর প্রেমতলী, গোদাগাড়ি, দাউকান্দি, সারদা, ভবানীগঞ্জ, দুর্গাপুর, পুঠিয়া, তানোর, মডুমালা ও চারঘাট, নবাবগঞ্জের সদর, শিবগঞ্জ ও ভোলাহাট, নওগাঁর মান্দা, বগুড়ার গাবতলী, সারিয়াকান্দি ও নামুজা; দিনাজপুরের পার্বতীপুর, ঠাকুরগাঁওয়ের রানীশংকৈল, নীলফামারীর ডিমলা ও জলঢাকা, রংপুরের মিঠাপুকুর এবং সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর প্রভৃতি। রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি কলেজের শিক্ষকদের নিয়ে বোর্ড ৬৫টি ভিজিলেন্স টিম গঠন করেছে।

রাজশাহী মহানগরীতে ২টিসহ জেলায় কেন্দ্র সংখ্যা ৫০টি। রাজশাহী-২ নামে পিএন গার্লস হাইস্কুলে এবার প্রথম কেন্দ্র চালু হচ্ছে। এতে ২০টি স্কুলের ছাত্রীদের এবং কলেজিয়েট স্কুলে ৩০টি স্কুলের ছাত্রদের পরীক্ষা হবে। সিট পড়বে 'জেড প্ল্যান' অনুযায়ী। এবার পরীক্ষার্থীদের স্কুল (কেন্দ্র) বদল হলেও সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের শিক্ষক বদল হচ্ছে না। মোট পরীক্ষার্থী সংখ্যা ২ লাখ ৭৩ হাজার ৩৬৭ জন।

যশোর বোর্ড : ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি বাগেরহাট থেকে জানান, নকল প্রতিরোধে এবারের এসএসসি পরীক্ষায় যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করা হচ্ছে। এতে কোন কোন বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীরা নিজ প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা দিতে পারবে না। বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সব জেলা প্রশাসককে চিঠি দিয়েছে। জেলা শিক্ষা কল্যাণ শাখা থেকে একথা জানা যায়। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইতিমধ্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বাগেরহাট জেলায় মোট